দৈনিক বাংলা

৮/৭/৮২

২৮৬

021

যন্ত্রাংশ নেইঃ পলিটেকনিকের কোটি টাকার সরঞ্জাম অচল

যন্ত্রাংশের অভাবে বিভিন্ন পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানে বেশ কয়েক কোটি টাকা মূল্যের বিপুল সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম গত কয়েক বছর ধরে অচল অবস্থায় পড়ে আছে।

বাসসর খবরে প্রকাশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের এক জরীপে জানা গেছে ১৬টি পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানের ৩ হাজার ৪শটি বড় ধরনের যন্ত্রপাতির মধ্যে ৭শটি ১৯৭২ সাল থেকে অচল হয়ে পড়ে আছে। দেশের সর্বাধিক প্রাচীন পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠান ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউশনের অবস্থার কথা অবশ্য জরীপ রিপোর্টে বলা হয়নি।

দেখা গেছে, খুচরা যন্ত্রপাতির সংকটে দেশের সকল পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানই ক্ষতিগ্রস্ত। সবচেয়ে শোচনীয় দশা হল খুলনা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, রংপুর ও ময়মনসিংহের পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানের।

খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশনের ১১৮টি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জামের মধ্যে মাত্র ৪০টি, চট্টগ্রামের ৩১০টির মধ্যে মাত্র ১৮০টি, ফরিদপুরের ১০০টির মধ্যে ৬০টি, রাজশাহীর ১৭৫টির মধ্যে ৯৫টি, রংপুরের ৪৫টির মধ্যে ২৬টি এবং ময়মনসিংহের ২৭০টির মধ্যে মাত্র ৯৫টি সরঞ্জাম চালু অবস্থায় আছে।

ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউশন ছাড়া আর সব পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানই ১৯৬২ থেকে ৬৯ সালের

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

যন্ত্রাংশ নেই

(১ম পৃঃ পর)

মধ্যে স্থাপিত হয়। ঢাকারটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ সালে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত কার্যক্রম চালানোর বাস্তব সুযোগ-সুবিধা কতটুকু আছে তা যাচাই করার জন্য বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সুবিধার উপর এই জরীপ চালান হয়। এতে দেখা যায় সকল পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানেই পর্যাপ্ত সাজ-সরঞ্জাম রয়েছে।

আবার অন্যদিকে দেখা গেছে, কারিগরি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এসব প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা আশানুরূপ নয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাবই সম্ভবত এর কারণ। ঢাকায় দেশের একমাত্র কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে বাস্তব সুযোগ-সুবিধার অভাব এবং সাজসরঞ্জামের সংখ্যাল্পতা অতি প্রকট।

জরীপে আরও বলা হয়, ১৩টি বৃত্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশেই স্থানাভাব রয়েছে এবং বহুক্ষেত্রেই মূল্যবান সাজসরঞ্জাম খোলা আকাশের নীচে পড়ে থাকায় সেগুলোর যথেষ্ট ক্ষতিসাধিত হচ্ছে।